পাক্ষিক

আহমদী

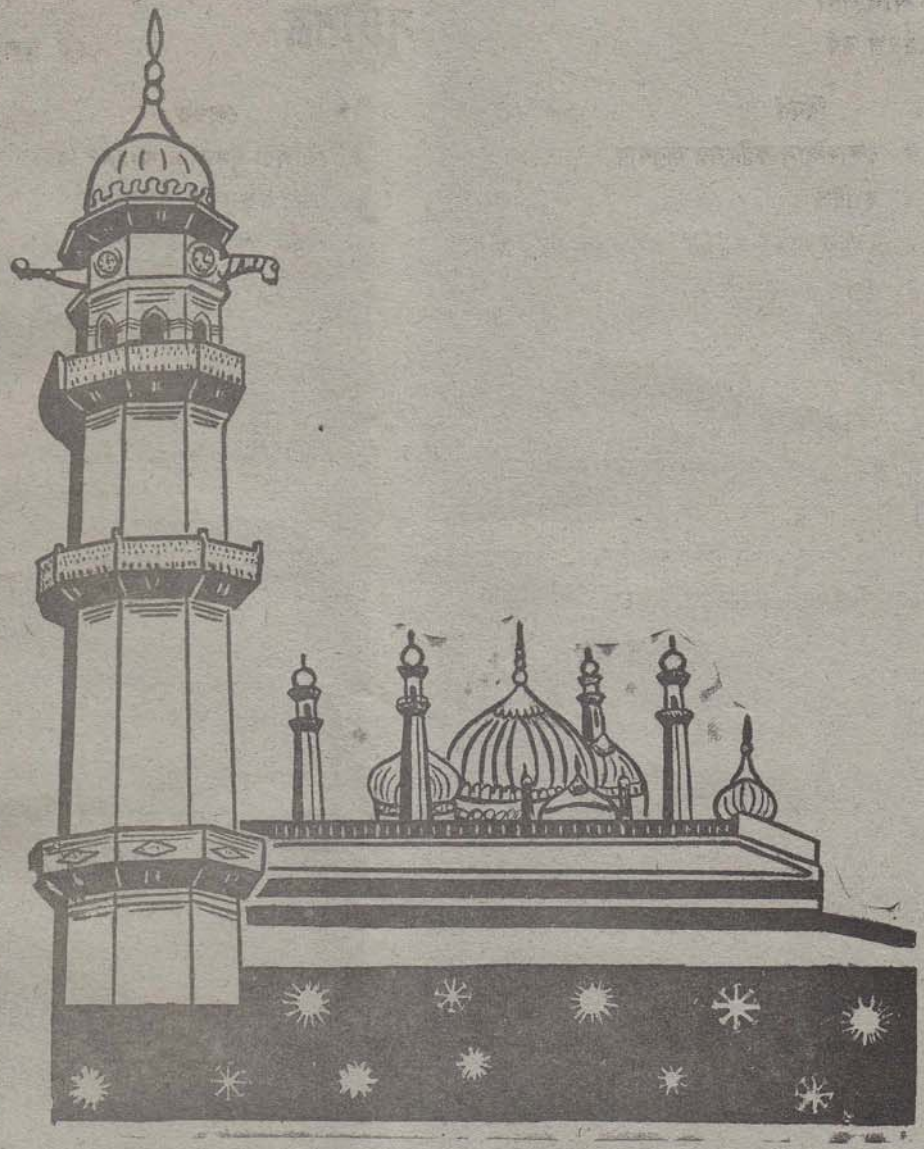

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৫ম সংখ্যা
১৫ই জুলাই, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

৫ম সংখ্যা
১৫ই জুলাই, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৫২৫
হাদিস	অনুবাদক—মোহাম্মাদ	৫২৭
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী	অনুবাদক—মোহাম্মাদ	৫২৮
জুমআর খোতবা	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ	৫২৯
হায়াতে তাইয়্যেবা	অনুবাদক—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার	৫৩৫
প্রার্থনা	সফররাজ এম, এ, সাত্তার	৫৩৯
অন্তরমুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৫৪০
জাহানে নও পত্রিকার বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জবাব	আবু আহমদ তবশির চৌধুরী	৫৪১
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তরবিয়তী ক্লাশের রিপোর্ট	এ, কে, এম, নুরুদ্দীন আহমদ	৫৪৬
ইসলামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা এ যুগে কে করিয়াছে		৫৪৮

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়: ২২শ বর্ষ: ১৫ই জুলাই : ১৯৬৮ সন: ৫ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

১০ম রুকু

৯৪ ॥ এবং নিশ্চয়ই আমরা ইস্রাইলের সন্তানদিগকে সর্বোত্তম আবাস দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে উত্তম খাদ্য সমূহ প্রদান করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা তাহাদের নিকট (কোরআনের) জ্ঞান সমাগত না হওয়া পর্যন্ত (মুসার সদৃশ নবীর আগমন সম্বন্ধে) কোন মতভেদ করে

নাই। নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করিয়া দিবেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা (অতঃপর) মতভেদ করিতেছিল।

৯৫॥ অতএব (হে পাঠক,) যদি তুমি এই বাক্যের কারণে সন্দেহে পতিত হইয়া থাক, যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করিয়াছি, তাহা হইলে, যাহারা তোমার পূর্বে এই কিতাব (কোরআন) পাঠ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। নিশ্চয় তোমার নিকট তোমার প্রভুর সমীপ হইতে সত্য সমাগত হইয়াছে, অতএব তুমি সন্দেহপোষণ-কারীদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।

৯৬॥ এবং (হে পাঠক,) তুমি সেই লোকদিগের অন্তর্গত হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে। নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যায়ভুক্ত হইবে।

৯৭॥ নিশ্চয় যাহাদের প্রতি তোমার প্রভূর সমীপ হইতে (ধ্বংসের) বাক্য সুনিশ্চিৎ হইয়া গিয়াছে, তাহারা (কখনও) ঈমান আনয়ন করিবে না, যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন উপস্থিত হইয়া থাকে।

৯৮॥ তবুও তাহারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন না করা পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।

৯৯॥ ইউনুসের জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি এমন হয় নাই কেন, যাহারা সকলেই ঈমান আনয়ন করিত; ফলে, তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে লাভবান করিত? যখন তাহারা (ইউনুসের জাতি) সকলেই (ঈমান) আনয়ন করিল; আমরা তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দূর করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকার সুখ সম্ভোগের সম্পদ দান করিলাম।

১০০॥ যদি তোমার প্রভূ (জবরদস্তি মূলক) ইচ্ছা করিতেন, তবে পৃথিবীর মধ্যে যত লোক আছে, সকলেই সমাগত নবীর উপর ঈমান আনয়ন করিত। তবে কি তুমি লোকগণকে জবরদস্তি করিবে, যেন তাহারা সকলেই ঈমান আনয়ন করে?

১০১॥ অথচ কাহারও সাধ্য নাই যে, আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত ঈমান আনিতে পারে। এবং তিনি তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করেন, যাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

১০২॥ তুমি বল, যাহা কিছু আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে আছে, তোমরা তাহার প্রতি (মনোনিবেশ সহকারে) দৃষ্টিপাত কর এবং (আল্লাহ্‌র সাহায্যের) নিদর্শন সমূহ ও সতর্ককারীগণ (তাহাদের) কোন উপকারে আসেনা, যাহারা (সমাগত নবীর প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে না।

১০৩॥ বস্তুতঃ তাহারা শুধু তাহাদের পূর্ববর্তী বিগত জাতিদের সময়ের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি বল, তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

১০৪। অতঃপর আমরা আমাদের পয়গম্বরগণকে রক্ষা করি এবং এই ভাবে (সমাগত নবীর প্রতি) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদিগকেও। বিশ্বাসীদিগকে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

★

॥ হাদীস ॥

(১) ঈমানের বিষয় ছয়টি

ঈমান ইহাই যে, তুমি বিশ্বাস আনো আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁহার গ্রন্থাবলী, তাঁহার রসুলগণ এবং শেষ দিনের উপর; এবং তুমি আরও বিশ্বাস আনো ভাল এবং মন্দের উপর আল্লাহ্‌র আধিপত্যের।" [মোস্‌লেম]

(২) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর অবস্থিত যথা ঃ

(১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ,

(২) নামায কায়েম করা,

(৩) যাকাত প্রদান করা,

(৪) আল্লাহ্‌র গৃহে হজ্জ করা এবং

(৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। [বোখারী]

(৩) আল্লাহ্ অন্তর দেখেন

আল্লাহ্ তোমাদের অবয়ব এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের হৃদয় ও কাজ দেখেন। [মোস্‌লেম]

(৪) নিজের জন্য যাহা চাও, তাহা তোমার ভ্রাতার জন্যও চাও

আল্লাহ্‌র কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ সত্যকার মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাহার ভ্রাতার জন্য উহা চায়, যাহা সে নিজের জন্য চায়। [বোখারী]

ইহা একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যকর যে, সে শ্রবন করে এবং আদেশ পালন করে তাহার কর্তৃপক্ষের, উহা পছন্দের হউক বা অপছন্দের, যতক্ষণ পর্যন্ত না তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র আদেশ বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ভঙ্গ হয়। [বোখারী]

অনুবাদক—**মোহাম্মাদ**

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

॥ ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের প্রতি প্রেম ॥

আমার চিন্তাধারাকে চতুর্দিকে দৌড়াইয়া
ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছি।
মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দীনের ন্যায়
কোন দীন আমি পাইলাম না॥

কোন ধর্মে এমন নাই,
যাহা নিদর্শন দেখাইতে পারে।
মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাগানে
আমি এই ফল খাইয়াছি॥

অপর সকল ধর্ম যাচাই করিয়া দেখিয়াছি,
কোথাও আলো পাই নাই।
সত্যকে যদি গোপন করিয়া থাকি,
কেহ আমাকে দেখাইয়া দিক॥

আমি এই কথাগুলি বলিতে বলিতে
ক্লান্ত হইয়া গিয়াছি।
আমি চতুর্দিকে
আহ্বানের তীর ছুড়িয়াছি॥

পরীক্ষার জন্য কেহই কিছুতেই
আগাইয়া আসিল না।
প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আমি
মোকাবিলার জন্য আহ্বান করিয়াছি॥

এমনি আলস্যের লেপে তাহারা
আবৃত হইয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে।
শতবার আমি তাহাদিগকে জাগাইলেও
তাহারা জাগিল না॥

তাহারা বিদ্বেষ ও হিংসায়
জ্বলিয়া যাইতেছে।
আমার বহু প্রচেষ্টা সত্বেও
তাহারা ক্ষান্ত হইল না॥

হে জনগণ, এস,
এইখানে খোদার নূর পাইবে।
লও, আমি তোমাদিগকে
চিত্তের প্রশান্তির সংবাদ দিলাম॥

আজ প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে সেই নূরের
এই অধমের মধ্যে।
হৃদয়কে আমি সেই আলোকমালার
সকল রঙে রঙীন করিয়াছি॥

যখন হইতে আমি পয়গম্বর (সাঃ)-এর
নূর হইতে নূর লাভ করিয়াছি।
আল্লার সমীপে আমি নিজ অস্তিত্বকে
বিলীন করিয়া দিয়াছি॥

মোস্তফার উপর তোমার
অশেষ সালাম ও রহমত হউক।
হে আমার খোদা, তাঁহার নিকট হইতে
আমি এই নূর লাভ করিয়াছি ॥

মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রাণের সহিত
সদা আমার প্রাণের সংযোগ প্রবহমান।
আমার অন্তরকে সেই পেয়ালা
ভরপুর পান করাইয়াছি ॥

তাঁহার চেয়ে ভাল,
এই বিশ্বে আমার নজরে কেহ পড়েনা।
বাধ্য হইয়া আমি অপর সকলের উপর হইতে
আমার মনকে উঠাইয়া লইয়াছি ॥

অপর সকলের দৃষ্টিতে আমি
রোষের পাত্র হইয়াছি।
যখন হইতে তাঁহার প্রেমকে
আমার হৃদয় কন্দরে বসাইয়াছি ॥

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
['দুররে সমীন' হইতে]
অনুবাদক :—মোহাম্মাদ

★

জুমআর খোতবা

كل كم راع و كل كم مسئول عن رعيته

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সন্তান সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার জন্য জিম্মাদার। তোমরা কেবল নিজেদের সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত হইও না, বরং নিজ নিজ সন্তানদিগকেও প্রকৃত মোমেন তৈরী করিবার চেষ্টা কর।

সৈয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাযিঃ কর্তৃক ১৯৪৮ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা।

রসুল করীম বসাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, পারিবারিক জিম্মাদারী পুরুষের উপর ন্যস্ত। পুরুষগণ যদি এই দায়ীত্ব পালন না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে জওয়াবদিহি হইতে হইবে।

كلكم راع وكل كم مسئول عن رعيته

তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের রক্ষক এবং যাহারা একই পরিবারে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে কেয়ামত দিবসে প্রশ্ন করা হইবে। কেয়ামত দিবসে নারীকেও প্রশ্ন করা হইবে যে, দীনের জন্য সে কি কোরবানী করিয়াছে এবং পুরুষকেও প্রশ্ন করা হইবে যে, দীনের জন্য সে কি কোরবানী করিয়াছে। সন্তানের সম্বন্ধে মাতাকে প্রশ্ন করা হইবে যে, সে নিজ পুত্রের দ্বারা কি কি কোরবানী করাইয়াছে। আবার তৎসঙ্গে পিতাকেও প্রশ্ন করা হইবে যে, এই ব্যাপারে সে কি করিয়াছে। কারণ সন্তানের দায়ীত্ব যেমন মায়ের উপরে আছে, তেমনি পিতার উপরেও আছে।

জামাতের পুরুষদিগকে উপদেশ দান করিতেছি যে, তাহারা যেন স্ত্রীদিগকে লাজনা আমাউল্লাহ-এর অন্তর্ভূক্ত করিয়া লয় এবং তাহাদের (স্ত্রীদের) নিজ সন্তানদিগকে ভাল ভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ করে এবং ইহাতে কোন প্রকার শিথিলতার প্রশ্রয় না দেয়। জাতীয় জীবনের সংগঠন ব্যতীত কোন উন্নতি লাভ হইতে পারে না। ইসলাম একটি জাতীয় ধর্ম। অন্য ধর্ম সমূহের কোনটিও জাতীয় মর্যাদা রাখে না। আমাদের যাবতীয় কাজের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং ঐক্যবদ্ধতা পাওয়া যায়। যেমন নামায, অপর কোন ধর্মে এইরূপ নামায পাওয়া যায় না। এই নামায শুধু ইসলামেই পাওয়া যায়। হয়তো কেহ বলিতে পারে যে, গীর্জায়ও তো লোক সমবেত হইয়া থাকে এবং সম্মিলতভাব প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ নামায ইসলামী নামাযের ন্যায় নহে। কারণ আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, গীর্জায় যখন পাদ্রী সাহেব ওয়াজ করিতে থাকেন, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আজে-বাজে কথা বলিতে থাকে। কাহারও দৃষ্টি নিজের দিকে, আবার কাহারও অপরদিকে থাকে। কেহ হয়তো চেয়ারে, আবার কেহ বা বেঞ্চে উপবিষ্ট থাকে। এই নামাযের সাথে ইসলামী নামাযের কোন মিল নাই।

জামাতের অর্থ ইহাই যে, সকলে মিলিতভাবে কাজ করিবে এবং একই স্থানে কাজ করিবে। কিন্তু ঈসায়ী নামাযে ইহা পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন কোন পাদ্রী ওয়ায করিতে থাকে, তখন অপর এক নায়েব—পাদ্রী প্রদীপ হাতে দাঁড়াইয়া থাকে। কেহ পানি হাতে, আবার কেহ সুগন্ধি হাতে দাঁড়াইয়া থাকে। আমাদের নামাযে কি এইরূপ হইয়া থাকে? আমাদের নামাযে সকলে একই কাজে নিবিষ্ট থাকে। অনুরূপভাবে চাঁদা, যাকাতেরও ব্যবস্থা আছে। ইহাতেও অপর কোন জাতি ইসলামের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। ঈহুদীদের মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও ঐভাবে নয়, যেভাবে ইসলাম উপস্থাপিত করিয়া থাকে। ইসলাম এই সমস্ত বিষয়কে এমন সব শর্ত দ্বারা জড়িত করিয়াছে যে, অপর কোন ধর্মে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। হজ, যাহা বৎসরে মাত্র একবার উদযাপিত হইয়া থাকে; তদুপলক্ষে বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আসিয়া একত্রিত হয় এবং একই দিনে তাহারা কাবাগৃহ প্রদক্ষিন করিয়া থাকে, একই দিনে সকলে আরাফাত ও মদীনায় গমন করিয়া থাকে এবং ইহাও স্বিরীকৃত আছে যে, অমুক অমুক দিনে কোরবানী করিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি এমন যে, অপর কোন ধর্মে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না।

ইসলাম ঐক্যের ধর্ম। যে পর্যন্ত জামাতিভাবে মুসলমানগণ কোন চেষ্টা না করিবে, সে পর্যন্ত উন্নতি লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না এবং যে পর্যন্ত তাহারা একতাবদ্ধভাবে এই সকল কাজ না করিবে, সে পর্যন্ত তাহারা কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুতরাং আমি জামাতের পুরুষদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, যে সকল মেয়েরা লাজনা আমাউল্লাহ-এ শামিল

হয় নাই, তাহাদিগকে লাজনা আমাউল্লাহ্‌তে শামিল করিয়া লও এবং তাহাদিগকে মিটিং-এ প্রেরণ করিতে থাক। স্মরন রাখিও যে, কিয়ামত দিবসে কেহ এই কথা বলিয়া নিস্তার পাইবে না যে, সে দিন সে নিজে নামায পড়িত, চাঁদা দিত; স্বয়ং জামাতী ব্যাপার সমূহে অংশ গ্রহণ করিত। বরং পবিত্র কোরআন বলিতেছে যে, তাহাকে তাহার স্ত্রীর জন্যও জওয়াবদিহি করিতে হইবে। যদি তাহার স্ত্রী জামাতের কার্যসমূহে অংশ গ্রহণ না করে, তবে ইহাই তাহাকে অপরাধ সাব্যস্ত করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে। অতঃপর নিজ সন্তানদিগকে খোদ্দামুল আহ্‌মদিয়াতের অন্তর্ভুক্ত কর এবং তাহাদিগকে লালন পালন কর। পবিত্র কোরআন বলিতেছে, ছেলেমেয়েদের লালন পালনের দায়ীত্ব তাহার পিতার উপর এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীকেও ইহাতে শামীল করা হইয়াছে। আবার একজন নারী এই বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে না যে, সে লাজনা আমাউল্লাহ্‌—এর সদস্যা। জামাতী কার্য সমূহে সে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে; তবলীগ করে, নামায পড়ে, যাকাত দেয়—নিঃসন্দেহে এই সমস্তই সে করিয়া থাকে কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহাকে এই প্রশ্নও করা হইবে যে, সে কি নিজ সন্তানকে দীনদার বানাইয়াছে? সিলসিলার কাজে যোগদানে কি তাহাকে বাধ্য করান হইয়াছে? তাহা যদি না করা হইয়া থাকে, তবে খোদাতায়ালা তাহাকে বলিবেন যে, তুমি অপরাধী। তোমাকে শুধু এই কাজই করিতে বলা হয় নাই, বরং তোমাকে আরও বলিয়াছিলাম যে, নিজ সন্তানদের দ্বারাও এই কাজ করাও। শুধু তোমাকে সত্য কথা বলিতে বলা হয় নাই, বরং তোমার সন্তানকেও সত্য কথা বলিবার অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছিল। আমি শুধু তোমাকে নামায পড়িতে ও রোজা রাখিতে বলি নাই, বরং তোমাকে ইহাও বলিয়াছিলাম, যদি তোমার ছেলে বা মেয়ে থাকে, তবে তাহাদিগকেও এই কাজের অভ্যাস করাও। আমি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি নিজে জামাতী কাজে অংশ গ্রহণ কর, বরং আমি ইহাও আদেশ করিয়াছিলাম যে, তোমার সন্তানদিগকেও জামাতী কাজে অংশ গ্রহণে অভ্যস্ত করাও। এইরূপে পুরুষদিগকেও প্রশ্ন করা হইবে। অর্থাৎ শুধু ইহাই যথেষ্ট নয় যে, কেবল তুমি নিজে সততা দেখাও, বরং তোমার সন্তানদের মধ্যেও সততা সৃষ্টি কর। যদি তোমরা এইরূপ না কর, তবে তোমার নিজ কোরবানী যথেষ্ট হইতে পারে না। আমি বলি না যে, এইরূপ না করিলে তোমার সওয়াবের একাংশ নিশ্চয় কর্তিত হইবে।

জামাতের উদ্দেশ্য হইল ইহাই যে, সেই সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ব্যক্তি বিশেষ মারা যায়, কিন্তু জামাত কখনও মরে না। উদাহরণ স্বরূপ, বাদশাহ হারুন রশীদের সময় ইবনে জম্মীর এক শিষ্য ছিল। হারুন রশীদ তাঁহাকে বলিলেন,

ما مات من خلف مثلك

যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় শিষ্য পশ্চাতে রাখিয়া মারা যান, তিনি চিরকালের জন্য জীবিত থাকিবেন! অর্থাৎ জামাতের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, উহা স্থায়ী জীবন লাভ করিবে। ইসলাম যদি মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ)-এর সহিত জড়িত থাকিত, তবে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই ইহাও শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে, ইহা কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে। অতএব প্রয়োজন হইতেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেন নিজ পুত্রকে মুসলমান করিয়া রাখিয়া যায়। যদি মুসলমানগণ নিজ সন্তানদিগকে মুসলমান করিয়া রাখিয়া না যায়, তবে ইসলাম কি করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে? আমি বলিব যে, আহমদিয়াত ইসলামেরই নামান্তর। যদি আহমদিয়াত ইসলামেরই অন্য নাম হয়, আর যদি

ইসলামকে কিয়ামতাবধি যাইতে হয়, তবে আমাদিগের নিজ সন্তানদিগকে সত্যিকারের আহমদীরূপে রাখিয়া যাইতে হইবে। যদি আমরা আমাদের সন্তানদের সত্যিকারের আহমদীরূপে না রাখিয়া যাইতে পারি, তবে আহমদিয়াত শেষ হইয়া যাইবে। অতএব ইহা যথেষ্ট নয় যে, তুমি শুধুমাত্র নিজ দায়ীত্ব সমাধা করিয়া যাও; বরং প্রয়োজন হইতেছে, যখন তুমি নিজে ধর্মীয় আমলের দিকে মনোযোগী হও, নামায পাঠ কর, চাঁদা দান কর, রোজা উদযাপন কর, দরিদ্রদিগকে সাহায্য কর, তখন তুমি নিজ সন্তানদিগকেও সংশোধন কর।

নিজ সন্তানদেরমধ্যে যদি তুমি ধর্মীয় অনুপ্রেরনা জাগ্রত না কর এবং প্রকৃত আহমদীরূপে গঠন করিয়া না যাও, তবে তোমার জীবন ব্যক্তি সর্বস্ব। ঐ জীবন জামাতগত জীবন নয়। আর যদি অন্য কোন বংশ দ্বারা ঈসলামের কার্য চালিত হইতে থাকে, তবে ইসলামের জীবনে তোমার কোন অংশ থাকিবে না। ইসলাম তখনই স্থায়ীরূপে টিকিয়া থাকিবে, যখন তুমি তোমার সন্তানকে দীনদাররূপে গড়িয়া তুলিবে। যেমন; ক, খ, গ, যদি খাঁটী মুসলমান হয়, তবে তাহারা যতদিন মুসলমান থাকিবে, তাহাদের দ্বারা ইসলাম ততদিন জীবিত থাকিবে। কিন্তু অনন্ত জীবনের জন্য তাহাদের সন্তানদের খাঁটী মুসলমান হওয়া প্রয়োজন। মনে কর, ক-এর সন্তান খাটী মুসলমান নয়, খ-এর সন্তান মুসলমান এবং গ-এর সন্তানও মুসলমান। সুতরাং ইসলাম জিন্দা থাকিলে তাহা খ ও গ-এর সন্তানের জন্যই থাকিবে। ক-এর সন্তানের কারণে থাকিবে না। আর যদি খ-এর সন্তান মুসলমান না হইয়া গ-এর সন্তান মুসলমান ইহয়া থাকে, তবে মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ)-কে ক-জীবিত রাখে নাই, খ-এর সন্তানেও জীবিত রাখে নাই, বরং তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছে গ-এর সন্তান। সুতরাং ইহা আল্লাহ্‌র এক মহান অবদান, যাহা আমরা লাভ করিতে পারি। আমরা নিজ সন্তানকে যদি মুসলমান হিসাবে গড়িয়া তুলি, মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে যদি ৩০।৪০ বৎসর কাল আরও অধিক জীবন দান করি, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি মর্যাদা থাকিতে পারে, যাহা মোহাম্মদ রসুল (সাঃ)-এর জীবনে ৩০।৪০ বৎসর কাল আরও অধিক সময় বৃদ্ধি করিয়া দেয়? যে ব্যক্তি নিজ সন্তানের সংশোধন করে না এবং তাহাকে খাঁটি মুসলমানরূপে গড়িয়া তুলে না, সে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনকে হ্রাস করিয়া দেয়। হায় ইহা কত বড় দুর্ভাগ্য।

কেবল তোমার নিজের মধ্যে এক নতুন পরিবর্তন আনিলে চলিবে না, বরং তোমার সন্তানদের মধ্যেও ধর্মীয় প্রেরণার সৃষ্টি কর। যখন নামায পড়িতে যাইবে, তখন বাচ্চা-দিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহারা যদি নেহায়েত শিশু হয়, তবে দেখিবে তোমাদের নামাযের সময় চেঁচা-মেচি করিয়া তোমার নামায যেন নষ্ট না করে। অন্ততঃ তাহারা যেন চুপ থাকে। গতকাল বাচ্চারা চেঁচা-মেচি করিয়া নামায নষ্ট করিয়াছিল। বাচ্চাদের তরবিয়াত হওয়া দরকার। বাচ্চা যদি চার পাঁচ বৎসরের হয়, তবে তাহার মধ্যে ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি কর এবং সাত বৎসর বয়সের বাচ্চাকে নিয়মিত ভাবে নামায পড়ান উচিৎ এবং দশ বৎসর বয়সে নামাযের জন্য তাহাকে বিশেষ কড়াকড়ি করিতে হইবে; এমন কি, সে যদি নামায না পড়ে তবে এক হিসাবে মারপিট করাও যাইতে পারে। যাহা হোক, সন্তান যখন ছয় সাত বৎসর বয়স্ক হয়, তখন তাহাকে নামায পড়ান কর্তব্য ও ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণে অভ্যাস করাইতে হইবে। যদিও সে কথা বুঝিতে না পারে না

পারুক। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহার দক্ষিণ কানে আজান এবং বাম কানে তকবীর বলিয়া থাক, কিন্তু তাহারা কি তোমার আজান ও তকবীর বুঝে?

শিশুর তরবিয়াত—তাহার জন্ম সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া দাও—মোহাম্মাদ (সাঃ) তাহাদের জন্য এই শিক্ষাই দান করিয়াছেন, তিনি যখন শিশুর জন্ম কাল হইতে শিশুদের তরবিয়তের নির্দেশ দিয়াছেন, তখন ছয় সাত বৎসর বয়স্ক শিশুদের তরবিয়াত দান করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের বয়স ছয় সাত বৎসর হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নামায পড়িতে যাইবে। কোরআনের আয়াত সমূহ তাহাদিগকে মুখস্থ করাইবে। ভাল ভাল নজম মুখস্থ করাইবে। বয়স আট বৎসর হইলে তাহাদিগকে ধর্মীয় কাজের জন্য প্রস্তুত করিবে। অন্যভাবে মাতারও কর্তব্য আছে।

মাতাদের কর্তব্য হইতেছে, পিতা সমস্ত দিন অফিসে থাকিলে বা অন্যত্র কোন কাজে গেলে, তাহার অনুপস্থিতিতে শিশুদিগকে নামায পড়ান। সে নিজে যখন নামায পড়িতে আরম্ভ করে, তখন যেন শিশুদিগকেও সাথে দাঁড় করায় কিম্বা নিজ তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে নামায পড়ায়। কারণ কতক সময়ে শরিয়াত সম্মতভাবে নামায পড়া তাহার পক্ষে জায়েজ হয় না। সুতরাং নিজে পড়িলেও শিশুদিগকে নামায পড়াইবে এবং পুরুষগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে; এই কাজ তখন তাহারাই করিবে। পুরুষগণ যখন বাড়ীতে থাকিবে, তখন তাহাদের দায়ীত্ব হইতেছে, নিজ নিজ শিশুদিগকে ধর্মীয় কাজে অভ্যস্ত করান। আর যদি পুরুষ বাড়ীতে না থাকে, তখন মহিলারা নিজ শিশুদিগকে দিয়া ধর্মীয় কাজ করাইবে। অর্থাৎ তোমরা নিজ সন্তানদিগকে এমনভাবে তরবিয়াত করিবে এবং নিজে এমন অভ্যাস গঠন করিবে, যাহাতে তোমাদিগকে দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, ইসলামের পূনর্জ্জীবনের জন্য বর্তমান যুগে আল্লাহ তায়ালা জামাতে আহমদিয়াকে উপলক্ষ্য নির্বাচন করিয়াছেন। খোদার সহিত এমন মহব্বত সৃষ্টি কর, যেন তোমার সম্বন্ধে তাঁহার (খোদার) গভীর আত্মমর্যাদা বোধ জন্মে এবং তিনি যেন অনুভব করেন যে, ইহারা যদি মারা যায়, তবে তিনিও মারা যাইবেন।

খোদা তায়ালা حی و قیوم তাঁহার উপর মৃত্যু আসে না কিন্তু এই পৃথিবী হইতে যদি তাঁহার যিকর বন্ধ হইয়া যায়, তবে এই পৃথিবীর জন্য তাহা মৃত্যুরই নামান্তর হইবে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিষ্যদের মধ্যে জনৈক সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ ১ম (রাজিঃ)-এর উস্তাদ ছিলেন এবং ভুপালে বসবাস করিতেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ ১ম (রাযিঃ)-কে নিজের এক স্বপ্ন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: আমি দেখিলাম যে, ভুপালের বাহিরে গিয়াছি এবং শহর হইতে দূরে এক পুলের উপরে জনৈক অন্ধ ও কুষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার ঘা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে এবং ঘায়ে মাছি ভন ভন করিতেছে। তাহার ওষ্ঠ, নাসিকা এবং কর্ণ কর্তিত। অর্থাৎ তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশ এক ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে?' উত্তরে সে বলিল, 'আমি খোদাতায়ালা।' আমার অবস্থা বিবর্তিত হইয়া পড়িল। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, ঐ ব্যক্তি কি করিয়া খোদা হইতে পারে। আমি বলিলাম, কোরআন বলে যে, খোদা অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু নাই। এতদ্‌শ্রবণে সে বলিল, 'আমি ভুপালের খোদা এবং ভুপাল বাসিগণ আমার এই আকৃতি করিয়াছে।'

মৃত্যু খোদা-তায়ালার অস্তিত্বের উপর মোটেই আসিতেপারে না। কিন্তু কতক ব্যক্তির মাধ্যমে খোদা তায়ালা এই দুনিয়াতে জীবিত থাকেন, আবার কতক ব্যক্তির দ্বারা তিনি এই দুনিয়াতে মৃত হইয়া

পড়েন। যদি তাঁহার যিক্‌র পৃথিবীতে বন্ধ হইয়া যায়, তবে তিনি এই পৃথিবীর জন্য মৃতরূপেই গন্য হইয়া পড়েন। আর যদি তাঁহার যিক্‌র এই পৃথিবীতে বন্ধ না হয়, তবে তিনি পৃথিবীর জন্য জীবিতই থাকেন। অনুরূপভাবেই মোহাম্মাদ (সাঃ) বাহ্যত যদিও ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপিও তাহার প্রতি ঈমান আনয়ন কারীদের মাধ্যমে তিনি থাকিতে পারেন। যদি মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমান থাকিয়া থাকে, তবে তিনি জীবিত আছেন, আর যদি ঈমান লোপ পাইয়া থাকে, তবে তিনি জীবিত নহেন। অর্থাৎ খোদা তায়ালা এবং মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন মরণ তোমাদের হাতে। যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে খোদা তায়ালা এবং রসুল করীম (সাঃ) এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পারেন, আর যদি তোমরা অবহেলা এবং অলসতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তবে খোদাতায়ালা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই পৃথিবীর জন্য মৃত্যু বলিয়া গন্য হইবেন। খোদা তায়ালা বাহ্যতঃ কখনও মরিতে পারেন না কিন্তু রূহানিভাবে তোমরা তাঁহাকে জীবিতও রাখিতে পার, আবার মারিতেও পার।

বদরের যুদ্ধ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করিল, তখন রসুল করিম (সাঃ) বিশেষ চিন্তান্বিতভাবে দোওয়া করিতে লাগিলেন, "হে খোদা, যদি এই ক্ষুদ্র জামাত ধ্বংস হইয়া যায় لن تعبد فی الارض ابدا তবে তোমার এবাদত করিবার কেহ পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে না। এই দোওয়ার বরকতে খোদা তায়ালা মুসলমানদিগকে নিরাপদ করেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে যে জামাত খোদা তায়ালাকে পৃথিবীর বুকে জীবিত রাখে, খোদা তায়ালা সে জামাতকে কখনও ধ্বংস হইতে দেননা। রসুল করিম (সাঃ)-এর ইহাই মনোগত ভাব ছিল যে, হে খোদা! তোমার জীবন এই ক্ষুদ্র জামাতের সহিত জড়িত। যদি এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায়, তবে তোমার স্মৃতিও পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইবে। হে খোদা! তুমি এই জামাতকে মরিতে দিও না এবং ইহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা কর। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, যদিও খোদা তায়ালা حی و قیوم বাহ্যত তাঁহার উপর মৃত্যু আসে না। কিন্তু রূহানি ভাবে যাহার দ্বারা তিনি এই দুনিয়াতে জীবিত রহিয়াছেন তাঁহাকে তিনিও জীবিত রাখেন। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন ঃ—

سر سے لے کر پاؤں تک وہ مجرم
میں ہے پنہاں
مرے مرے بد خود کرنا ہوش کرکے
مجھ پر وار

অর্থাৎ সতর্ক হইয়া আমার প্রতি আঘাত হানিও কারণ সেই বন্ধ আমার মধ্যে লুকায়িত আছে। এবং যাহার মধ্যে খোদা লুকায়িত থাকেন, তাহাকে আক্রমন করিয়া কেহ নিরাপদ থাকিতে পারিবেনা। কারণ প্রকৃত পক্ষে সে খোদা তায়ালার প্রতি আক্রমন করে এবং তাহার আঘাত খোদা তায়ালার প্রতি পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং খোদা তায়ালাকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়, খোদা তায়ালাও তাহাকে ধ্বংস হইতে দেন না। কারণ তাহার মৃত্যুর সঙ্গে খোদা তায়ালা মৃতু জড়িত। আমি দোওয়া করিতেছি যে, খোদা তোমাদিগকে ইহার জন্য তৌফিক দান করুন এবং নিজ নেয়ামত হইতে অংশ গ্রহণের জন্যও তোমাদিগকে তৌফিক দান করুন, যাহাতে মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) তোমাজের দ্বারা এক সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। আমীন সুম্মা-আমীন।

(সৈয়াদানা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি রাজিঃ ১৯৪৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি জামাতকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ।)

অনুবাদক ঃ চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ।

*

হায়াতে তাইয়্যেবা

(হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী)

মৌলবী আবদুল কাদের

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীকে 'মুবাহালার' আহ্বান

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী হযরত আকদসের সহিত শত্রুতা করিবার বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই অবিদিত নয়। তিনিই সমগ্র ভারতবর্ষ-ব্যাপী পর্যটন করিয়া হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে মৌলবীদের প্রদত্ত প্রায় দুইশত 'কুফরের ফতোয়া' সংগ্রহ করেন। তিনিই বলিয়াছিলেন ঃ

"আমিই মীর্যাকে উচ্চে স্থাপন করিয়াছি, আমিই তাঁহাকে নীচে নামাইব।" এই বলিয়া তিনি দিবা-রাত্রি হযরত আকদাসের অনিষ্টচিন্তায় ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহার এহেন শত্রুতা কোন প্রকার হ্রাস না পাওয়ায় হযরত আকদাসের কতিপয় শিষ্য সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন পূর্বক অক্টোবর, ১৮৯৮ সনে একটি ইশ্‌তাহার প্রকাশ করেন। এই ইশ্‌তাহারে বিরুদ্ধবাদীগণকে বলা হইল, যদি তিনি (মুহাম্মাদ হুসায়েন) তাঁহার বিশ্বাসকে সত্য জ্ঞান করেন, তবে মৌলবী মুহাম্মাদ হুসায়েন বাটালবীকে বলা যায় যে, তিনি যেন হযরত আকদাসের সহিত 'মুবাহালা' করিবার জন্য প্রস্তুত হন। যদি তিনি 'মুবাহালা' করেন এবং এই 'মুবাহালার' দেদীপ্যমান প্রতিক্রিয়া যদি এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত না হয়, তবে তাঁহাকে মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবকে মবলগ দুই হাজার পাঁচশত পঁচিশ টাকা আট আনা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে। যদি মৌলবী সাহেব চান, তবে 'মুবাহালা' মঞ্জুর করিবার পর তাঁহার প্রবোধার্থে এই টাকা আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর বা 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা করা হইবে।

মৌলবী আবদুল হাসান তিব্বতী ও জাফর থট্‌লীর ইশ্‌তাহার

এই ইশতাহারের প্রত্যুত্তরে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর দুইজন ছাত্র, অর্থাৎ মৌলবী আবুল হাসান সাহেব তিব্বতী এবং মৌলবী মুহাম্মদ বখ্‌শ সাহেব জাফর খট্‌লী যথাক্রমে ১৮৯৮ সনের ৩১শে অক্টোবর, এবং ১০ই নভেম্বরে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে দুইখানা ইশ্‌তাহার প্রকাশ করেন। বৃথা বাক্য রচনাব্যতীত দুইখানা ইশ্‌তাহারেই কোন কাজের কথার উল্লেখ ছিল না।

হযরত আকদাসের দোয়া ২১শে নবেম্বর, ১৮৯৮ সন ঃ

উপরোক্ত উভয় ইশ্‌তাহার পাঠ পূর্বক হযরত আকদাস ১৮৯৮ সনের ২১শে নভেম্বরে আল্লাহ তা'য়ালার হুযুরে এই দোয়া করিলেন ঃ

"আমার 'যুল-যালাল্' পরওয়ারদিগার, যদি আমি তোমার নজরে এমনি লাঞ্ছিত, মিথ্যাবাদী ও —ভণ্ড হইয়া থাকি, যেমন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী তাঁহার 'ইশাতুস্-সুন্নাহ' প্রত্রিকায় বারম্বার আমাকে 'কাযযাব,' দাজ্জাল এবং 'মুফ্‌তরী' শব্দগুলি দ্বারা স্মরণ করিয়াছেন এবং যেমন তিনি, মুহাম্মদ বখ্‌শ খটলী ও আবুল হাসান তিব্বতী ১৮৯৮ সনে ১০ই নভেম্বরে, এক ইশ্‌তাহার প্রকাশ পূর্বক আমাকে অবমাননা করিতে কিছুই বাকী রাখেন নাই, তবে হে আমার মাওলা, আমার বন্ধু ও প্রভু! যদি

আমি তোমার চক্ষে এইরূপই নিকৃষ্ট হইয়া থাকি, তবে তের মাসের মধ্যে অর্থাৎ, ১৮৯৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৯০০ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমার উপর লাঞ্ছনা প্রদান কর এবং এই সকল ব্যক্তির সম্মান ও সমৃদ্ধি প্রকাশিত কর এবং প্রত্যহকার কলহের মীমাংসা কর। কিন্তু, হে আমার প্রভো, হে আমার মাওলা, আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহকারী, তুমিই আমাকে ঐ সকল সম্পদ নেয়ামাৎ দিয়াছ, যাহা তুমি জান এবং আমি জানি। যদি তোমার দরবারে আমার কোনই সম্মান থাকিয়া থাকে, তবে আমি সকরুণ বিনীত প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহাদিগকে অর্থাৎ যাহারা আমাকে অবমানিত করিবার জন্যে এই ইশতেহার দিয়াছে, এই তেরমাসের মধ্যে শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন জাফর খাট্‌লী এবং উক্ত তিব্বতীকে লাঞ্ছনার মার দিয়া পৃথিবীতে অপদাস্থ কর।"

পরে এই ইশ্‌তেহারেই হুযুর বলেন :

"এই দোয়া যে আমি করিয়াছি, ইহার প্রত্যুত্তরে এই এল্‌হাম হয় : 'আমি অত্যাচারীকে অপদাস্থ ও লাঞ্ছিত করিব এবং সে নিজের হাতে কাটিবে।" ১

অতঃপর, তিনি কতকগুলি আরবী এল্‌হামও এই ইশ্‌তাহারে লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে কতিপয় এল্‌হাম ছিল :

اتعجب لامری - جزاء سیئة سیئة
مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله
من عاصم *

অর্থাৎ, "তোমরা কি আমার আদেশকে আশ্চর্য জনক মনে কর? অন্যায়ের প্রতিফল তদনুরূপই হইবে। ইহারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব হইতে কেহ ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।" ২

খোদার মীমাংশা :

হযরত আকদাসের এই দোয়ায় আল্লাহ্‌-তায়াল মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের লাঞ্ছনার উদ্দেশ্যে এই সকল উপকরণ সৃষ্টি করিলেন :

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব

হযরত আকদাসের এই ইশ্‌তাহারের পূর্বে ১৮৯৮ সন ১৪ই অক্টোবরে, গোপনভাবে তাঁহার পত্রিকার 'ইশাতুস্‌-সুন্নাহ্‌র একটি ইংরাজী সংস্করণ বাহির করিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে সম্বোধন পূর্ব্বক হজরত আকদাস সম্বন্ধে লিখিলেন, "এই ব্যক্তি মাহ্‌দী হওয়ার দাবীকারী, 'সুদানের মাহ্‌দী'—অপেক্ষাও সাংঘাতিক। এখন সে যে রাজ-ভক্তি প্রদর্শন করিতেছে তাহা শুধু তাঁহার সময়োপযোগী সুযোগ গ্রহনমাত্র। শক্তি সঞ্চয় করিবামাত্র গবর্ণমেণ্টের সহিত এমন সংগ্রাম আরম্ভ করিবে যে, সরকার সুদানের মাহ্‌দীর কথা ভুলিয়া যাইবেন। গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য, অবিলম্বে এই ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা।' তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিলেন যে, তিনি এই প্রকার কোন মাহ্‌দীর আগমন বিশ্বাস করেন না। এই প্রকার যাবতীয় হাদীসই বিতর্কের সামগ্রী, যেগুলির মধ্যে মাহ্‌দীর আগমনের কথা আছে। এইজন্য তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদিতা করিয়া থাকেন।

---

(১) হাত কাটার অর্থ, যে হাত জালেমের যাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; অবৈধ লিখার কাজে ব্যবহার করিয়াছে, সেই হাত তাহার ইসরতের কারণ হইবে এবং আক্ষেপ করিবে যে, এই হাত কেন এই প্রকার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল। (ইশ্‌তাহার, ২১ নবেম্বর, ১৮৯৮ সন পাদ টীকা)।

(২) 'ইশতাহার' ২১শে নবেম্বর ১৮৯৮ সন, তবলীগে রেসালত,' সপ্তম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ।

এই ইশ্‌তেহারে হযরত আকদাস সম্বন্ধে ইহাও লিখিত হইয়াছিল যে, আফগানিস্তানের অধিপতি আমীর আবদুর রহমান খাঁর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। তিনি তাঁহার পাঠান মুরীদগণের মধ্যবর্তিতায় আমীর আবদুর রহমান খাঁর সহিত পত্রালাপ করিয়া থাকেন।

এই গোপন ও মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার ফলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে লায়েলপুর বোলার অন্তর্গত জড়ওয়ান ওয়ালা মহকুমার অধীনে ২৩নং চকে কতিপয় 'মরব্বা' ভূমি পারিতোষিক দেন এবং হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে গোপন নির্দ্দেশ দেন। ১

পুলিশের অতর্কিত হানা :—

১৮৯৮ সনের অক্টোবরের শেষ ভাগের কথা। একদা হযরত আকদাসের ভক্ত সেবকগণ মগরেবের নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদে মুবারকের ছাদের উপর একত্রিত হইতেছিলেন। এমন সময় সন্ধায় পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট রানা জালানুদ্দীন খাঁ পুলিশ ইন্‌সপেক্টর সহ একদল পুলিশ লইয়া মসজিদে মুবারকের ছাদের উপর উপনীত হন। হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিলেন যে, তিনি খানা-তল্লাসী করিতে আগমন করিয়াছেন।

তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। হযরত আকদাসের সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি শান্তভাবে বাহিরে আসিলেন। পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি গৃহের তল্লাসী গ্রহণকরিতে আগমন করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, কাবুলের আমীরের সহিত হযরত আকদাসের যোগাযোগ আছে। তিনি শক্তি সঞ্চয় মাত্র ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। হুযুর বলিলেন, এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। যে ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায় পরায়ণতা ও সুবিচার এই গবর্ণমেণ্টের আছে; তাহা অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা তরবারির দ্বারা ইসলাম প্রচারকে ইসলামের শিক্ষার দিক দিয়া অবৈধ জ্ঞান করি। আমাদের নিকট ইসলাম ইহার নিজস্ব সৌন্দর্যবলীর কারণে প্রচার করি। ইহার প্রচারার্থে আমরা তরবারির মুখাপেক্ষী নই। কিন্তু ইহার এই অর্থ নয় যে, তল্লাসীর ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি আছে। এখন আমাদের নামাযের সময় হইয়াছে। যদি অনুগ্রহ পূর্বক আপনি একটু অপেক্ষা করেন, তবে নামায সমাপনান্তে আমরা পৃথক হইতে পারি। পুলিশ সুপানিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব একজন ভদ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। মসজিদের এক কোণে বসিয়া নামাযের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি ইমামতি করিলেন। একে তো তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন। তারপর, পুলিশের আগমনেও তাঁহার মধ্যে ইহার ক্রিয়া চলিতেছিল। তিনি সুমধুর স্বরে এবং আকুলভাবে কোরআন করীম পাঠ করিলেন। ইহাতে নামাযীগণের ক্রন্দন স্বর নিনাদিত হইয়া উঠিল। পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট এই নামাযের দ্বারা এমনি ভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন যে, হযরত মৌলবী সাহেব সালাম ফিরান মাত্র তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং

---

(১) এই ভূমি প্রায় চারি 'মরাব্বা' ছিল। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনও এই জমিগুলি দ্বারা কোনরূপ লাভবান হন নাই। তাঁহার সন্তানেরাও এইগুলি দ্বারা কোন প্রকারে উপকৃত হয় নাই। অধিকাংশ জমিই নাম মাত্র মূল্যে বিক্রীত হয়। এখন শুনা যায় যে, ইহার সামান্য অবশিষ্ট আছে। এই শেষাবশিষ্ট ভূমির মালিক তাঁহার কন্যাগণ। কিন্তু এই ভূমি নিয়াও প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ হয়।

হযরত আকদাসকে বলিলেন, "মীর্যা সাহেব, আমার প্রত্যয় হইয়াছে, আপনি একজন সত্যনিষ্ঠ ও খোদা ভীরু মানুষ। আপনি যাহা বলিয়াছেন সবই সত্য। আপনার বিরুদ্ধে ইহা শত্রুর ভ্রান্ত প্রচারণা মাত্র। সুতরাং, আমি আপনার গৃহ তল্লাসের কোন প্রয়োজন বোধ করি না।" এই বলিয়া কাপ্তান সাহেব তো পুলিশ লইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু হযরত আকদাস্ আশ্চর্য বোধ করিলেন যে, এই খানা তল্লাসীর মূলে কোন দলের হস্তক্ষেপ রহিয়াছে। অবশেষে ১৮৯৮ সনের ডিসেম্বরের শেষাংশে কাহার দ্বারা মৌলবী মোহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর সেই কাগজখানা তাঁহার হস্তগত হইল। ইহা পাঠ করাইয়া শুনিলে পর তিনি ব্যাপারটি সম্যক বুঝিতে পারিলেন। ইহার প্রতিবাদে হযরত আকদাস ১৮৯৮ সনের ২৭শে ডিসেম্বরে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে একখানি কেতাব 'কাশফুল-গীতা' লিখিলেন। এই কেতাবে তিনি তাঁহার পারিবারিক অবস্থা বর্ণনা করেন এবং মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব সরকারের তরফ হইতে জমি পাওয়ার জন্য যে চতুরতা করিয়াছিলেন সেই রহস্যও ভেদ করেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদক : এ, এইচ মুহম্মদ আলী আনওয়ার

★

প্রার্থনা

সফররাজ এম, এ, সাত্তার

অনন্ত অসীম হে প্রভূ দীন নাথ,
রয়েছ দিগন্ত ভরিয়া।
হে রাজ অধিরাজ,
হে চির প্রেমের দরিয়া।

অন্তিম দিনের তুমি প্রভূ,
মঙ্গলকারক, প্রেম ময় বিভূ;
দাও হে শকতি দুর্বল দাসেরে
রয়েছি চরণে লুটিয়া।

সহজ সঠিক পূণ্য পন্থা,
দেখাও দাসেরে, ওগো নিয়ন্তা।
সেই পথে নাও, যে পথে তোমার
প্রেমিকে নিয়েছ তরিয়া।

যে পথ তোমার চির অভিশপ্ত,
সে পথে পথিক চির অনুতপ্ত—
নিওনা সে পথে, হে প্রভূ মহান
মাগি হে মিনতি করিয়া।

★

অন্তরমুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কেন শ্রেষ্ঠ উম্মত ?

সূরা আল্ এমরানের ১১০ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন ঃ

"মানুষের মধ্যে যত জাতি আছে, তার মধ্যে তোমরাই সবচেয়ে ভাল। কেননা, তোমরা ভাল কাজের তাগিদ দাও আর মন্দ কাজ মানা কর। এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখ। আর যদি কিতাবিগনও ঈমান আনিত, তবে অবশ্য তাদেরও মংগল হইত। উহাদের মধ্যে মোমেনও আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সীমা লংঘনকারী।"

এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের কত অহংকার। আর তা' হবেই বা না কেন? স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা যে জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সে জাতি স্বাভাবিক ভাবেই সারা বিশ্বকে এ কথা শুনাবে, এ সার্টিফিকেট দেখাবে। কিন্তু সার্টিফিকেটে যে তিনটি শর্ত রয়েছে, সে কথা নিশ্চয় ভুলে যাওয়ার বা হেলা করার জন্য বলা হয় নি। শর্তগুলো অতি স্পষ্ট এবং আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সর্বস্তরে পালনীয়। সৎকাজ করতে হবে, মন্দ কাজ ছাড়তে হবে। এসবের জন্য অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান মুসলিম জগতের বিচার করলে শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে কি?

কোরআনকে শ্রেষ্ঠ বলাতেই আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারব না। এজন্য কোরআনের শর্ত মোতাবেক সাধনার ও ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বকে অর্জন করতে হবে। তা' না হলে আল্লাহ্‌র আদেশ, নির্দেশের প্রতি অবহেলা দেখানোর দরুণ সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্তই হতে হবে। বস্তুতঃ পূর্ববর্তী কিতাবিগনের অধিকাংশও অনুরূপভাবেই সীমালংঘনকারী হয়েছে। শুধু কিতাবের বলেই আমরা রক্ষা পাব না। কিতাবের সাথে অন্তরের ও আচরণের নিবিড় সংযোগ ঘটাতে হবে।

সুন্দর বনের বাঘের চেয়েও সাংঘাতিকঃ

আহ্‌মদিয়া জামাতের ঢাকাস্থ দারুত তবলিগে আয়োজিত, এবারকার ডিসেম্বর ১৯৬৭-তে তালিম তরবিয়তের ট্রেনিং কোর্সে লেক্‌চার দিতে গিয়ে ক্লাশে জিজ্ঞেস করেছিলুম—সুন্দরবন হতে ট্রেনিংয়ের জন্য বাঘও এসেছে কিনা। এতে ক্লাশ শুদ্ধ সবাই হেসে ফেলে। হাসবারই কথাই। এখানে যখন সার্কাসের জন্য কোন ট্রেনিং হচ্ছে না, তখন বাঘের ট্রেনিংয়ের কথা খুবই অবান্তর।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, সুষ্ঠু আদর্শগত তালিম তরবিয়ত না পেলে সমাজের জন্য মানুষ বাঘের চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। অনেকক্ষেত্রে তা' হয়েও থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে কথাটা তেমন কোন অবান্তর হয়েছে বলা যায় না। সুনর বনের বাঘ ত সীমাবদ্ধ বনে থাকে। তার জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বিকাশ নেই। কিন্তু আদম সন্তানরূপী বাঘের পরিধি অনেক বড়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে এই 'বাঘের' ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাও অনেক ব্যাপক হয়ে গুঠে।

তাই আমাদের সুষ্ঠু তালিম তরবিয়তের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এর মাধ্যমেই মানুষের আভ্যন্তরীন পশু শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত রেখে ব্যাক্তি ও সমষ্টির কল্যাণে লাগান যেতে পারে।

★

"জাহানে নও" পত্রিকার

বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জবাব

আবু আহমদ তবশির চৌধুরী

ইউরিদূনা আই ইউথফিউ নূরাল্লাহে বি-আফ-ওয়াহিহিম ওয়া ইয়াবাল্লাহু ইল্লা আইউতিম্মা নূরাহু—ওরা চায় আল্লার নূরকে তাদের মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন।"

বিগত ৮ই আষাঢ় ১৩৭৫ সংখ্যা "জাহানে নও" পত্রিকা বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এক বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করেছে। এতে বড় করে এই কথাই দেখান হয়েছে যে, আহমদী জামাত ইসলাম প্রচারের জন্য (অবশ্য মৌদুদী পন্থীদের মতে এটা নাকি ইসলাম প্রচার নয়) ৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করেছে অথচ মৌদুদী সাহেবের বিদেশ সফরের জন্য একটি পয়সারও ব্যবস্থা সরকার করলেন না। (জাতীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে, মৌদুদী সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যবসা 'তফহিমুল কোরআনের' নামেও সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করেছেন। (দেখুন, ঝং-৬ই জুন, ১৯৬৯)

এখন কথা হল, মৌদুদী সাহেব এবং তার দলবলের সফরের জন্য সরকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করলেন না কেন, সে জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের নয়। কিন্তু 'জাহানে নও' পত্রিকা জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে বিষ উদ্গীরণ করেছে, তার জবাব দেওয়া আমরা কর্তব্য মনে করি।

সকলেই জানেন, মৌদুদী সাহেব পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বময়কর্তা। রাজনৈতিক ব্যাপারে এই দলটি সরকারের বিরোধী। অতএব সরকার বিরোধী প্রচারণায় কেন সরকার সহযোগিতা করলেন না, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। অপরদিকে আহমদী জামাত কোন রাজনৈতিক দল নয়। কোন রাষ্ট্র প্রধানের গদীর জন্য তারা 'মিউজিকেল চেয়ার' খেলায় মত্ত হয় না। তাদের একমাত্র কর্তব্য হল, ইসলাম প্রচার করা। ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিটি আহমদী নর-নারী নিজের জানমাল কুরবান করে চলেছেন। ফলে আজ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের চল্লিশটি দেশে শত শত মসজিদ, মিশন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে; অগণিত লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন। গত বৎসর আহমদী জামাতের মহিলারা নিজেদের অলংকারের বিনিময়ে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেন একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এই নিয়ে ইউরোপে শুধু মহিলাদের চাঁদায় নির্মিত মসজিদের সংখ্যা হল তিনটি। এ পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার দ্বারা পৃথিবীর একুশটি ভাষায় পবিত্র কোরআনের তরজমা করা হয়েছে। অসংখ্য ভাষায় ইসলাম প্রচারের উপযোগী পুস্তক ও প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানার পর ইসলামের এহেন প্রচার আর কখনও যে হয় নাই, তা সত্যবাদী মাত্রই স্বীকার করছেন। অবশ্য 'জাহানে নও' ওলামাদের

কথা স্বতন্ত্র। আহমদী জামাতের প্রতি হিংসার কারণে তারা অন্ধ। 'জাহানে নও' পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি পাঠ করলে দেখা যায় যে, মৌদুদী সাহেব কখনও বৈদেশিক মুদ্রা দাবী করেন নাই। যদি তাই হয়, তাহলে এই বৈদেশিক মুদ্রার নামে হৈ চৈ কেন? এটা কি—নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস নয়? পত্রিকাটি লিখেছে, মৌদুদী সাহেব নাকি এ-পর্যন্ত বহুবার বিদেশে গিয়েছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁর এসব সফরের ফলে কতজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় কয়টি মসজিদ ও মিশন স্থাপিত হয়েছে? আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, একটিও নয়। যদি ইউরোপ, আমেরিকায় কোন মসজিদ মৌদুদী সাহেবের দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর মুখপত্র 'জাহানে নও'কে আগামীতে তা পেশ করতে আহ্বান জানাই। কিন্তু আমরা জানি, এই আহ্বানের সাড়া কখনও মিলবে না। 'জাহানে নও' লিখেছে, মৌদুদী সাহেবকে নাকি আফ্রিকার কোন একটি দেশ ফেরৎ টিকেট সহ দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিল। পত্রিকার বুদ্ধিমান প্রতিনিধি দেশটির নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আমরা জানি, সেই দেশটি হল একটি মুসলিম দেশ। প্রশ্ন করি, যে দেশের সকলেই মুসলমান, সেখানে তিনি কিরূপ ইসলাম প্রচার করতে চেয়েছিলেন? এরপর মৌদুদী সাহেবের সফরের ফলেই নাকি কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের ভূমিকা আরব জাহানে স্বীকৃত হয়। অথচ আমরা জানি, কাশ্মীরের জন্য হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হারাম বলে এই "মর্দে মুমিনই" ফতওয়া—দিয়েছিলেন। (দেখুন, তছনিম, ১২ ই আগষ্ট, ১৯৪৮)। বর্তমান সরকারও নাকি সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধের পর তাঁকে মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করলেন না কেন? আফসোস! মিথ্যা এমনই এক জিনিস, যা দিয়ে একদিক ঢাকতে গেলে অন্যদিক উলঙ্গ হয়ে যায়। এর পর আমরা দেশের সরল প্রাণ জনসাধারণের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করছি যে, ধরা গেল, বর্তমান সরকার ইসলাম প্রচারের জন্য মৌদুদী সাহেবকে কোন চান্‌সই (Chance) দেন নাই, কিন্তু অন্যান্য দলগুলি যখন ক্ষমতায় ছিল, (১৯৪৮ সালের পূর্বে) তখন তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য কি করেছেন?

তারপরের প্রশ্ন আহমদীদের প্রচারিত মতবাদ ইসলাম কিনা তার জবাব। আহমদীগণ আল্লা, ফেরেস্তা, সমস্ত আসমানী গ্রন্থ ও সকল নবীর উপর ঈমান রাখেন। পরকালে ও তকদীরের উপরও তাদের বিশ্বাস আছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে খাতামন্ নবীঈন, কোরআনকে শেষ শরীয়ত গ্রন্থ এবং ইসলামকেই একমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত দ্বীন বলে স্বীকার করেন। আহমদীদের কলেমা, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্।" অতএব তাদের প্রচারিত মতবাদ কি হবে তা নিরপেক্ষ পাঠকদের বিচারের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আহমদীরা দৈনিক পঁচবার নামায, রমযানে রোযা, যাকাত ও হযকে অবশ্য পালনীয় বলে মান্য করেন, (অবশ্য মুসলমানদের কোন কোন ফিরকার সঙ্গে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভেদ আছে। এ ধরনের মতভেদ প্রায় সব ফিরকার মধ্যেই কম বেশী বিদ্যমান রয়েছে)। এরপর 'জাহানে নও' পত্রিকাটি মিথ্যার বেসাতি করতে যেয়ে লিখেছে যে, আহমদীরা নাকি দেশের বৃহত্তম মুসলিম জনগণকে অমুসলিম মনে করে। এর উত্তরে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, এই ইলজাম সম্পূর্ণ মিথ্যা। আহমদীগণ প্রত্যেক কলেমা পাঠ কারীকে মুসলমান বলে স্বীকার করে। যে নিজেকে মুসলমান বলে, তাকে তারা কখনও অমুসলমান বলে না। এরপর পত্রিকাটি প্রখ্যাত কবি

আল্লামা ইকবালের নাম উল্লেখ করে বলেছে যে, তিনিও নাকি এদেরকে মুসলমান মনে করতেন না। এখানে ইকবালের একটি অভিমত উল্লেখ করে মৌদুদী পন্থীদেরকে আহ্বান করি; তারা যেন হিংসার কাল চশমাটি নামিয়ে এই অভিমতটি একবার পাঠ করেন। কবি ইকবাল বলেন "পাঞ্জাবে ইসলামী আদর্শের বাস্তব নমুনা সেই জামাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যাকে কাদিয়ানী ফিরকা বলা হয়ে থাকে।" (মিল্লতে বেয়জাপর, এক উমরানি নজর, মরগুব এজেন্সির প্রকাশিত ১৯১৯)।

সকল শেষে আমরা আহ্‌মদী জামাতের ইসলামী খেদমত সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত পেশ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করতে চাই। সর্বপ্রথম কয়েকটি বাংলা পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি।

(১) দৈনিক আজাদ, ১৬ই শ্রাবন ১৩৭৪ (বাং: "নৈতিকতা বিবর্জিত পন্থায় সমাজ জীবন যাপনের ধুম যখন পড়ে গেছে, বিশ্বের দিকে দিকে কালচারের নাম নিয়ে, সোসাইটির দোহাই দিয়ে বহু কীর্তিকাণ্ড যখন ঘটছে, ঠিক সেই সময়ে খৃষ্টান ইউরোপীয় বিশ্বে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছিয়ে দেবার কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে একটি মসজিদ নির্মানের জন্য একদল মহিলা নিজেদের সামান্য সঞ্চয় আর সখের অলংকার গুলো উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি; বরং প্রদান করতে পেরে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছেন।... ... এটা ইউরোপে আহ্‌মদীয়া জামাতের ষষ্ঠ মসজিদ। আর এটা আহ্‌মদীয়া মহিলাদের উদ্যোগে ইউরোপে স্থাপিত ৩য় মসজিদ।"

২। পয়গাম, ৭ই ভাদ্র ১৩৭৪। বাংলা কোপেনহেগেন মসজিদের ছবি দিয়ে লিখেছেন: "ডেনমার্কে অবস্থানরত ইসলাম প্রচারকদের উদ্যোগে এবং সেখানকার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রচেষ্টায় ক'মাস আগে পবিত্র কোরআনের ডেনিস অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এ অনুবাদের কাজ সম্পাদন করেছেন সেখানকার স্থানীয় ইসলাম প্রচারক আবদুস সালাম মাদায়েন।"

৩। দৈনিক পাকিস্তান, ৭ই আশ্বিন ১৩৭৪। আফ্রিকায় মুসলিম সাংবাদিকতা নামে এক প্রবন্ধে লিখেছেন:

"খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাথে সাথে আফ্রিকার জনসাধারণের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার কাজে নেমে ইসলাম প্রচারক দল প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকতম পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করলেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় ও রাবোয়াস্থ ইসলাম প্রচার দফতরের উদ্যোগে আফ্রিকার যে কয়টি মুসলিম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তার কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হল। (পত্রিকাগুলির নাম প্রকাশের পর লিখছেন) .... নাইজেরিয়ায় মাত্র তিরিশ বছর আগেও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগন্য, সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ কিন্তু আহ্‌মদীয়া ইসলাম প্রচারকদের প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজ সুসংগঠিত হয়ে নিজেদের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন।"

৪। ঢাকার জার্মান কুটনৈতিক মিশন থেকে প্রকাশিত "আজকের জার্মানী" ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ (ইং) সংখ্যায় আহ্‌মদী জামাত কর্তৃক স্থাপিত মসজিদ-গুলির ছবি দিয়ে লিখেছেন:

"প্রধানতঃ আহ্‌মদীয়া 'সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই জার্মানীতে ধর্ম-প্রচারের কাজ চালিয়ে আসছেন এবং তাঁরাই লণ্ডন ও প্যারিসের মত বার্লিনেও মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কোরান শরীফ জার্মান এবং ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় তর্জমা করে, তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছেন। তাঁদের এই মিশনারী কাজের সাফল্যের প্রমাণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জার্মানরা।" এখন এখন উর্দু পত্রিকা থেকে কিছু হাওয়ালা দেওয়া যাক।

৫। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আলজমিয়ত' ২২শে সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৬৩ (ইং)। মৌদুদী সাহেব কোন এক কালে এই পত্রিকায় কাজ করেছেন। পত্রিকাটি বলেন ঃ

"আফ্রিকাতে একটি দল ইসলাম প্রচারের জন্য খুব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে তারা ইংরাজী পত্রিকা বের করে থাকে, রেডিওতে বক্তৃতা করে থাকে এবং এদের তরফ থেকে ইসলামী স্কুলও স্থাপিত হয়েছে।" এখানে উল্লেখ যোগ্য যে, আফ্রিকায় উক্ত ইসলাম প্রচার একমাত্র আহ্‌মদী জামাতই করে যাচ্ছেন। এর সমর্থনে নাইরুবী থেকে প্রকাশিত East African Times—এ Mr. A. S. K. Joommal লিখেছেন ঃ "পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের কাজ একমাত্র আহ্‌মদী জামাত দ্বারাই হচ্ছে।" (১লা অক্টোবর ১৯৬৩ ইং)।

৬। মৌদুদী সাহেবের হেড কোয়ার্টার লাহোর থেকে প্রকাশিত 'সাইয়ারা' অক্টোবর ১৯৬৪ সংখ্যায় লিখেছেন ঃ

"আহ্‌মদীদের কাজ সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক। এক রিপোর্টে জানা যায় যে, পূর্ব আফ্রিকার শতকরা ১৫ জন মুসলমানের মধ্যে দশ হাজার আহ্‌মদী এবং পূর্ব আফ্রিকার পর্তুগীজ অংশের দশ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে একটা বিরাট অংশ আহ্‌মদী বলে জানা যায়। কেনিয়ার কোন কোন অঞ্চলে আহ্‌মদী মোবাল্লিগ কাজ করছেন। নাইরুবীতে এদের বৃহৎ তবলিগী কেন্দ্র এবং কলেজ রয়েছে। সেখান থেকে তারা ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।"

৭। এখন লাহোর থেকে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক **Pakistan Times**, আজাদী সংখ্যায় (১৯৬৪) প্রকাশিত কাশ্মীর ডেলীগেশনের অন্যতম সদস্যের একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠ করুন: "The Ahmadi Missionaries are strongly enough very popular even with president NKRUMAH. I was explained that they were doing real human services by imparting both religions and secular education to young Ghanians and did not create any schism or bitterness between people. They were in fact working for unity among the people." অর্থাৎ আহমদী প্রচারকদের ইসলাম ও মানবতার সেবা ঘানার রাষ্ট্র প্রধান ও জনসাধারণ দ্বারা সমভাবে স্বীকৃত। এখন আফ্রিকার কয়েকজন মুসলিম নেতার অভিমত এখানে পেশ করছি।

৮। মোম্বাসার বিখ্যাত আলেম জনাব এ কে শেখ আলভী মুসলমান দেশগুলি সফরের পর স্বদেশে ফিরে পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন, (East Afaican Times, 1st September 1963.) ঃ "আমি সাত মাস মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম। সেখানে আমি বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসি। কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে যাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করে, তিনি হলেন জামে আজহারের রেক্টর, শেখ মাহ্‌মুদ আল শালতুত। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ও মুসলিম আইনের নির্ভরযোগ্য অথারিটি। নিজের মত ও বক্তব্য প্রকাশে শেখ সম্পূর্ণ নির্ভীক। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি আহ্‌মদীদেরকে কি মনে করে থাকেন। উত্তরে তিনি আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন; 'তাঁরা আমাদের ইসলামী ভাই, তাঁরা একই কলেমা পাঠ করেন। তাই নয় কি?' এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ঈসার (আঃ) মৃত্যু বিষয়ে আহমদীদের বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি?' বিজ্ঞ রেক্টার বলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে (আহ্‌মদীদের সঙ্গে) একমত। তাঁর মতে ঈসা (আঃ) আল্লার অন্যান্য নবীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।" আহ্‌মদীদের সম্বন্ধে এখানে আল-আজহারের প্রধান মুফতীর অভিমতটি জাহানে নও—এর মিথ্যা উক্তি

'আহ্‌মদীদেরকে মধ্য প্রাচ্যে মুসলমান মনে করা হয় না' এর খণ্ডন হয়ে গেল।

৯। এখন আফ্রিকার একজন মুসলিম নেতা এবং সিয়েরালিয়নের অন্যতম মন্ত্রী জনাব **Kande Buroh**-এর একটা অভিমত দেখুন :

"I cannot refrain from admitting that in sierraleone to-day, if there is any Muslim organi ation busy in serving the country, it is only the Ahmadiyya movement and its Missionaries and it would also be an injustice not to admit the fact that if the Ahnadi Missionaries had not come to this conntry and defended Islam against the onslaughts of the Christian Missions hardly anything of Islam except its name would have been left in this part by this time."

অর্থাৎ "আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মোকাবিলা এবং দেশের খেদমত একমাত্র আহ্‌মদী জামাত এবং তার প্রচারকগণই করে যাচ্ছেন। তাঁর মতে আহ্‌মদী মোবাল্লেগ ঐ অঞ্চলে না গেলে হয়ত এতদিন পর্যন্ত ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।"

এখন আরব জাহানের মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কয়েকটি মতামত পাঠ করুণ :

১০। লেবানন থেকে প্রকাশিত **'আল ইরফান'** জিলকদ-জিলহজ, ১৩৫৮ হিঃ : ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য জামাতের আহ্‌মদীয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, তাঁরা ইসলাম প্রচারের জন্য মহান কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন, (অনুবাদ)।"

১১। বাগদাদের 'সিরাতুম মুস্তাকিম' পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠায় আছে :

"বিশ্বের অন্য কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারে উদ্দেশ্যে কোন ইউরোপীয় ভাষায় প্রচার পত্র প্রকাশ করা হয় নাই। তারা আজ পর্যন্ত ইউরোপের কোন সহরে মসজিদ এবং মিশন স্থাপন করতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কাদিয়ানী আহ্‌মদীগণ আমেরিকা ও ইউরোপে বহু মসজিদ নির্মাণ করেছেন, মিশন কায়েম করেছেন, ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন।'

১২। জর্দানের রাজধানী আম্মান থেকে প্রকাশিত 'আল যুযিরা' ১২ই জুন ১৯৪৯ ইং।

"আমি একথা স্বীকার করা আমার কর্তব্য মনে করি যে, জামাতে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগগণ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আফ্রিকার অনাবাদী এলাকা, মধ্য আফ্রিকা এবং আমেরিকায় তাদের এই কর্ম প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক।" এ ধরণের আরও বহু অভিমত আমরা পেশ করতে পারি, কিন্তু সত্য সন্ধানীদের জন্য ইহাই যথেষ্ট মনে করে, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করে, এখানেই সমাপ্তি রেখা টানা হল।

★

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তরবিয়তী ক্লাশের রিপোর্ট

—এ. কে. এম নুরুদ্দীন আহমদ

[কায়েদ, মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা।]

মাননীয় সভাপতি সাহেব, উপস্থিত বুজুর্গানে দ্বীন ও প্রিয় খোদ্দাম এবং আতফাল ভাইগণ, আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বারকাতুহু।

আজ রবিবার ৩০শে জুন। আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসে—তথা ইসলামী ইতিহাসে লিখা থাকবে আজকের এই দিনটীর গুরুত্ব। দীর্ঘ সতেরদিন ধরে তালিম ও তারবিয়তী ক্লাশের অবসান আজ হোল। এই কদিনের কর্মসূচীর প্রতিটি মুহূর্ত আমাদেরকে মাতিয়ে রেখেছিল। কবে আবার আমরা একত্রিত হবো এবং একে অপরকে জানবার ও জানাবার জন্যে পরস্পর একত্রিত হবো—তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকবো।

প্রাদেশিক শুরা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি মাসের ১৫ তারিখ (১৫ই জুন) ভোরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে, দোয়ার দোয়ার পর এই মহান কর্মসূচীর ঘোষণা করেন প্রাদেশিক আমীর মুহ্‌তারিম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, ঢাকার পক্ষ হতে এমনই ধরণের এক প্রোগ্রাম আমরা গত বৎসরও চালিয়েছিলাম। এর বহুমুখী উপকারিতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

এবারকার তরবিয়তে ক্লাশে যোগদানকারী ছাত্রের সংখ্যা হয়েছে ৬৫ জন। তন্মধ্যে খুলনা হতে ৪ জন, রাজশাহী হতে ২ জন, নোয়াখালী হতে ১ জন, চট্টগ্রাম হতে ৮ জন, কুমিল্লা হতে ৬ জন, ময়নমসিংহ হতে ৩ জন, রংপুর হতে ১ জন, অবশিষ্ট ছাত্রগন ঢাকার। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁদের ছুটির সুযোগে তারবিয়তী ক্লাশে যোগদান করতে পেরেছে।

গত বৎসরের তুলনায় এবারকার তারবিয়তী ক্লাশে কম সংখ্যায় ছাত্র যোগদান করেছেন। তার কারণ এবারের প্রোগ্রাম কেবলমাত্র ম্যাটিক, আই এ, ও বি, এ, পরীক্ষা যারা দিবেছেন, তাঁদের জন্যই করা হয়েছিল। তা'ছাড়া শুরুতেই একটানা দুর্যোগপূর্ণ আব হাওয়াও যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নানাবিধ কারণে ও অসুখ বিসুখের দরুণ সদর মুরুব্বীদের কেহ কেহ যথা সময়ে এসে পৌঁছাতে পারেন নি। যায় ফলে প্রাদেশিক আমীর সাহেবকে পাহাড় সমান কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক্লাশ নিতে হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

তারবিয়তী ক্লাশের দৈনন্দিন কর্মসূচীর ভিতর ছিল,—তাহাজ্জুদের নামাজ, ফজরের নামাজ, দরসে কোরআন, শরীফ চর্চা, বিশ্রাম, নাস্তা গ্রহণ, ইশরাকের নামাজ, কোরান পাঠ ও শিক্ষা, উরদু শিক্ষা, হাদিস ও নামাজ তরজমা শিক্ষা; আমাদের শিক্ষা, আল-ওসিয়ত, ওফাতে ঈসা ও ইসলামে নবুউত, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও মসিহে মওউদ (আঃ) এর সত্যতা ইত্যাদি

অধ্যয়ন, খাদ্য গ্রহণ, বিশ্রাম, যোহরের নামাজ, বক্তৃতা শিক্ষা, আসরের নামাজ, বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল ও দোয়া শিক্ষা, খেলাধুলা, মাগরিবের নামাজ, প্রশ্নোত্তর ও প্রতিরাতে বিভিন্ন বক্তার গুরুত্ব পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ, খাদ্য গ্রহণ ও শয্যা গ্রহণ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভোর ৩-৩০ হতে শুরু করে রাত ৯টা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রতিদিন ১৭½ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের তরবিয়তি প্রোগ্রাম জারী থাকত। এর মধ্যে ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ছিল খাবার ও খেলাধুলার জন্যে। ২ ঘণ্ট ছিল দিনে বিশ্রামের জন্য অর্থাৎ দৈনিক প্রোগ্রামের ১৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ছিল বিশ্রাম ও খেলা ধুলার জন্য। অবশিষ্ট ১২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটকাল ছাত্রেরা আপন আপন পাঠ অনুশীলনে ব্যস্ত ছিল। আলহামদুলিল্লাহ্; এ কদিনে কিন্তু আমাদের ছেলেদের মধ্যে কোন বিরক্তির ভাব দেখিনি। তাদের মধ্যে দেখিছি ধৈর্য, আনুগত্য ও উদ্যম।

তরবিয়তি ক্লাশ তিন সপ্তাহ ধরে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানান প্রতিকুল অবস্থার জন্যে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রোগ্রাম শেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছি। তার জন্য আমরা দুঃখিত।

সদর মোরব্বীগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করে অতি সতর্কতার সাথে ছাত্রদের শিক্ষার পরিচালনা কার্যে আমাদের সাথে সহযোগীতা করেছেন—আল্লাহ্ তাদেরকে যাযায়ে খায়ের দিন, আমীন।

এ বৎসরও অন্যান্য বৎসরের মত ছাত্রদের নিকট হতে আমরা চাঁদা বাবদ অতি অল্প টাকাই পেয়েছি। কিন্তু আমাদের দৈনিক খরচ—খোরাকী ও অন্যান্যখাতে প্রায় ৯০ টাকা হিসাবে ১৭২০ টাকা খরচ হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকা আমরা স্থানীয় লোকদের নিকট হতে সংগ্রহ করেছি। অভিভাবকদের নিকট অনুরোধ, যেন তাঁরা ওদিকে নজর দেন, যেন ভবিষ্যতে আর্থিক অসুবিধায় আমাদেরকে পড়তে না হয়। আমাদেরকে যারা অর্থ দিয়ে যথাকালে সাহায্য করে প্রোগ্রামকে কামিয়াবী করতে সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া রইল। আল্লাহ তাঁদেরকে যাযায়ে খায়ের দিন, আমীন।

বিদায়ী ছাত্রভাইদের প্রতি আমাদের বিশেষ আরজ আপনারা যা শিখতে এসেছিলেন, তার কতদূর শিখতে পেরেছেন—আপনাদের ভিতরে ও বাহিরে কতদূর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন দেখা যাচ্ছে, তার সাক্ষ্য আপনারা নিজেরাই দিবেন। আমাদের এ ধরনের প্রোগ্রামের গোটা সফলতার স্বাক্ষ্যই আপনারা। তালীম ও তরবিয়তির দ্বারা যে বীজ আমরা আপনাদের মধ্যে প্রথিত করতে চেয়েছি, তার কতদূর সফলতা লাভ করেছি তার স্বাক্ষ্য আপনারা বহন করবেন—যদি আপনাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়। আল্লাহ-তায়ালা আমাদের ভিতর এক বিরাট পরিবর্তন দেখতে চান যে পরিবর্তন আপনারা চেষ্টা করলেই আনতে পারেন। যদি পরিবর্তন আনতে পারেন, তবেই ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে, অন্যথায় নয়। আমার বিশ্বাস, আপনারা আলোর যে প্রদীপ হাতে নিয়েছেন, তা কোনদিনই স্তিমিত হতে দেবেন না; বরং দিন দিন তার আলো উজ্জলতর হবে। আশা করি, তারবিয়তি ক্লাশের স্বার্থকতা প্রমান করে আপনারা সমস্ত বিশ্বে সেই আলোকবর্তিকা বহন করে ছড়িয়ে পড়বেন, এবং সমস্ত বিশ্বে আহমদীয়াতের বানী পৌঁছাতে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্তালা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন, আমীন।

পরিশেষে, এই তারবিয়তি ক্লাশের সফলতার জন্যে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁদেরকেও যাযায়ে খায়ের দিন। আমীন।

*

মসীহের দাবী করিলে, কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়? জনাব আবদুছ ছামাদ সাহেব কি আমাদিগকে এই চ্যালেঞ্জের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন?

জনাব আবদুস ছামাদ সাহেব লিখিয়াছেন, 'ইসলাম এ পর্যন্ত বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে সগৌরবে টিকে রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। বিভিন্ন যুগে ইসলামের বহু দুশমন ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তাকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তাতে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে আরো বেশী। আহমদী বা কাদিয়ানী আন্দোলনটিও ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।" আশা করি, জনাব আবদুছ ছামাদ সাহেব স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় চ্যালেঞ্জ খ্রীষ্টানদের তরফ হইতে আসিতেছে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে ইহা সপ্রমাণিত হইবে "মুসলমান দেশগুলিতে খ্রীষ্টান ধর্মের উন্নতি সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে যাইয়া এখানে বলা হইয়াছে যে, ক্রুশীয় নেতাদের উজ্জ্বল জ্যোতি যেমন এদিকে লেবানন ও অন্যদিকে পারস্যের পর্বতমালা এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জলরাশিকে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, তেমনই অদূর ভবিষ্যতে কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরান যীশুখ্রীষ্টের সেবকবৃন্দের দ্বারা পূর্ণ দেখা যাইবে। এমন কি, ক্রুশীয় মতবাদ নির্জন আরবের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যীশুখ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কানগরীর খানা কাবায় প্রবেশ করিবে এবং কাবা গৃহে ক্রুশ ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত হইবে।" (Barrows lectures 1896—97, on Christianity, The world wide religion by John Henry Barrows, Page—42) ইহা ব্যতিরেকে হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ)-এর আগমনের সময়কার আলেমগণও ইসলামের বিরুদ্ধে কম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল না। তাহারা অমুসলমানকে মুসলমান করার কথা ভুলিয়া গিয়া মুসলমানকে ফতওয়া বাজীর তলওয়ার দিয়া কাফের বানানোর আনন্দে মত্ত ছিল। আর একদল আলেম, খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া ও পাদ্রী পদ লাভ করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে গুরুতর আঘাত হানিতেছিল। আর একদিকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ইসলামের বিরুদ্ধে জোরদার হামলা চালাইয়াছিল। শিখগণ তো পূর্বেই মুসলমানদিগের ধর্মীয় মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এই সব এখন ইতিহাসের কথা। জনাব আবদুছ ছামাদ সাহেব কি আমাদিগকে বলিবেন, ইসলামের উপর এইরূপ চতুর্দিক হইতে যুগপৎ চ্যালেঞ্জ ও আক্রমণের সময় কোন নির্ভিক মহা বীর ইসলামের রক্ষাকল্পে ধর্মীয় রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং একাকীই সকল আক্রমণকে প্রতিরোধ করিয়া ইসলামের গৌরবকে রক্ষা এবং মহিমান্বিত করিয়াছিলেন? শুধু স্বদেশেই নহে, বরং তাঁহার অভিযান বিদেশেও পরিচালিত হইয়াছিল। এখানে উহার সপক্ষে জনাব আশরফ আলী থানবী সাহেবের উদ্ধৃতি তুলিয়া দিলাম।

"তখন মৌলবী গোলাম আহামদ (আঃ) কাদিয়ানী রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং লেক্রাই ও তাঁহার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তোমরা যে ঈসা (আঃ)-এর কথা বলিতেছ, তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায় ইহলীলা ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন এবং যে ঈসা (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ আছে আমি সেই ব্যক্তি।

সুতরাং তোমরা যদি পুণ্যবান হও, তাহা হইলে আমাকে গ্রহণ কর। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি লেক্রাইকে এরূপ নাজেহাল করিলেন যে, তাহার পরিত্রাণের কোন পথ বাকি রহিল না। একই উপায় তিনি ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর ইংলণ্ডের আদরীগণকে পর্যন্ত পরাজিত করিলেন।"

(মোজেযলুমা কেলাঁ কুরআন শরীফ মুতারজিম মৌলনা আশরফ আলী, কাদেরী চিস্তি পৃঃ ৩০ প্রথম সংস্করণ)।

হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ)-এর শিক্ষায় অনুপ্রানিত হইয়া আহ্‌মদীয়া জামাত আজ তাহাদের জান ও মাল কোরবানী করিয়া পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কার্যে সাফল্যজনক-ভাবে রত রহিয়াছে। একদিন যে খ্রীষ্টানেরা কাবা গৃহে ক্রুশ গাড়িয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাদের মুখেই আজ নিম্নোক্ত বাণী শোনা যাইতেছে। ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রীষ্টান অধ্যাপক S. G. Williamson বলেন "ঘানার কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষভাবে উপকুলবর্তী এলাকায় আহ্‌মদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। শীঘ্রই গোলকোষ্টের সকল অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহ্‌মদীয়তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে এবং নিশ্চয়ই ইহা খ্রীষ্ট-ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না যে, ক্রুশ অথবা হেলাল কে আফ্রিকাকে শাসন করিবে।"

ইহুদীরা যখন গত বৎসর বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করিয়া ইসলামের দুশমনদের আনন্দ বর্দ্ধন করিল এবং মুসলমানদের মুখে দুঃখ ও হতাশার কালিমা নামিয়া আসিল, তখন কাহাদের ঈমান ইসলামের গৌরব রক্ষার্থে ইংলণ্ডের বুকে দাঁড়াইয়া সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইয়া—তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে, তাহাদের উপর আগামী ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে উম্মত ভীতিপ্রদ শাস্তির ভবিষ্যদ্বানী শোনাইয়া ছিলেন। এই যে সেদিন লণ্ডনের মসজিদ হইতে সমস্ত পাদ্রীকুলকে, ইসলামের সত্যতার মোকাবিলায় খ্রীষ্টান ধর্মের সত্যতার প্রতিপন্ন করিবার জন্য মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ দিয়াছিল, যাহা গত ২৭শে মে তারিখের "আরাফাত পত্রিকায়, প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন জামাতের পুরুষরা নিজদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়া পারিবারিক সুখ সাচ্ছন্দকে পশ্চাতে ফেলিয়া দূর-দুরান্তে ইসলামের খেদমতে দিবারাত্র নিয়োজিত রহিয়াছে। কাহাকের স্ত্রীলোকগণ তাহাদের প্রানপ্রিয় অলঙ্কারগুলি দিয়া ইউরোপের বুকে আল্লাহ্‌র ঈবাদতের জন্য তিনটি মসজিদ নির্মান করিয়া দিয়াছেন? ইহা ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার বুকে বহু মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষায়তন কাহাদের দ্বারা তৈরী হইয়াছে ও হইতেছে? ইসলামের শরীয়তকে দুনিয়ায় প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২১টি ভাষায় কাহারা কোরানের অনুবাদ করিয়াছে এবং অসংখ্য পুস্তক ও পুস্তিকাদী জগতের বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করিতেছে? এই সকল কাজ কি হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জামাত করিতেছে না? এই সকল যদি ইসলামের খেদমত না হইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, জনাব আবদুহু ছামাদ এবং যে সকল আলেম আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধাচারণে নামিয়াছেন এবং যাঁহাদের আজও একমাত্র বড় কাজ বলিতে কুফরের ফতওয়াবাজী করা, তাঁহারাই ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন বটে। জনাব আবদুহু ছামাদ সাহেব জানিয়া রাখুন, এরূপ খেদমত আল্লাহ্‌র দরগাহে কখনও কবুল হয় না। ইহা তিনি নিজেও চক্ষে দেখিতেছেন এবং চাপা আওয়াজে তাহার প্রবন্ধে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। "প্রথম দিকে এ আন্দোলনটি পাঞ্জাব তথা পাক-ভারতে সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে এ আন্দোলনের হোতারা বিশ্বের মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এসেছে।" আহমদীয়া জামাতের কাজ যদি বিভ্রান্তিকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে হেদায়েত কাহাকে কহে? আল্লাহ্‌

তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন যে, সত্য পরিণামে জয়যুক্ত হয় এবং মিথ্যা পরাজিত হয়। জনাব আবদুছ ছামাদ সাহেব আহমদী জামাতের ক্রম-উন্নতি লক্ষ্য করুন এবং যাহারা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাহাদের পরিণামের কথা শুনুন, "……আমরা এ অবাঞ্ছনীয় সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য যে, উক্ত নেতাগণ (অর্থাৎ মৌঃ সামাউল্লা অমৃতসরী মৌঃ আবদুল জব্বার গজনবী, মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ গজনবী, সৈয়দ নজীর আহমদ সাহেব দেহলভী প্রমুখাত) তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও কাদিয়ানী জামাত বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবিভক্ত ভারতে কাদিয়ানীরা উন্নতি করিতে থাকে, দেশ বিভাগের পরে এ জামাত পাকিস্তানে কেবল সুদৃঢ় হয় নাই, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি তাহাদের কাজের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, একদিকে রুশ এবং আমেরিকা হইতে সরকারী পর্যায়ে আগত বৈজ্ঞানিকগণ (আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র) রাবওয়াতে যান, অপরদিকে ১৯৫৩ সনের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সত্বেও কাদিয়ানী জামাত এই প্রচেষ্টায় আছে যে, তাহাদের ১৯৫৬-৫৭ সনের বাজেট যেন পঁচিশ লক্ষ্য টাকার উপনীত হয়।' (এখন জামাতের বাজেট কোটী টাকার উর্দ্ধে)।

(লায়লপুর হইতে প্রকাশিত ২৩।২।৫৬ তরিখের উর্দু "আল-মুনীর পত্রিকা দ্রষ্টব্য।)

আশা করি, জনাব আবদুছ ছামাদ সাহেব বিষয়টি ধীর স্থীরভাবে বিবেচনা করিবেন, এবং সত্যকে জানিবার ও পাইবার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিবেন। আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ্‌তায়ালা সকল ভাইকে সত্য বুঝিবার ও গ্রহন করিবার তৌফিক দিন।

আমীন!

★

"আমি তোমার তবলীগকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছাইয়া দিব"

—ইলহাম হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) যখন সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন এবং যখন সমগ্র বিরোধী চক্র তাঁহার আওয়াজকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, তখন তাঁহার নিকট অতি শক্তিশালী ভাষায় যে এলহামটি নাযেল হইয়াছিল, তাহা হইতেছে, "হে আহ্মদ আমি তোমার তবলীগকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছাইয়া দিব।" সর্ব শক্তিমান আল্লাহতায়ালার সেই মহান প্রতিশ্রুতি আজ বিশ্বের দিকে দিকে পুর্ণ হইতে চলিয়াছে। উপরের ছবিটি ইহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। পঞ্জাবের কাদিয়ান হইতে কয়েক সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত দিনাজপুর জেলার নিভৃত পল্লী আহ্মদনগরেও আজ তাঁহার ডাকে সাড়াদানকারীদের বার্ষিক জলসায় মিলিত হইতে দেখা যাইতেছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত ১০ই এবং ১১ই মে তারিখে আহ্মদনগর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে দশম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় উহারই একটি দৃশ্য এখানে দেখান হইয়াছে।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লেখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.